দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 24 AUG 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

বিভিন্ন ভার্সিটির হলত্যাগী ছাত্রছাত্রীদের দুর্দশা

ইনকিলাব ডেস্ক : গত বুধবার সরকারী নির্দেশের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের রাত ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পর পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিপাকে পড়ে। যানবাহন সমস্যা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিয়ে তাদের প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়।

চবি রিপোর্টার জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর ১০টি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীরা বুধবার রাতেই হল ছেড়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হলসমূহ সীলগালা করে দিয়েছে।

এদিকে, আকস্মিকভাবে হল বন্ধের ঘোষণা আসায় ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী ফিরতে পড়ে নানা বিড়ম্বনায়। বন্দরনগরীর ২২ কিলোমিটার উত্তরে নিভৃত পল্লীতে অবস্থিত ক্যাম্পাস থেকে বাড়ী ঘরে ফিরতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় তাদের।

বিশেষ করে চট্টগ্রামের বাইরের জেলা থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের অনেকে রেলস্টেশন ও বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে গিয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের রাত ৮টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার পর পর শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হয়। কিন্তু সন্ধ্যার পর ঘোষণা আসে ছাত্রীরা হলে অবস্থান করতে পারবে। এ ঘোষণা যখন আসে তার আগেই ছাত্রীরা হল ছেড়ে আসে। কারফিউর কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকে আটকা পড়ে। গতকাল কারফিউ শিথিল হলে শিক্ষার্থীরা বাড়ীঘরের পথে রওয়ানা হয়।

ইবি রিপোর্টার জানায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিসিয়াল কার্যক্রমে, ক্লাস পরীক্ষা ও আবাসিক হলসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি রাত ৮টার মধ্যে হলত্যাগের নির্দেশে বিপাকে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা। দেশের চলমান পরিস্থিতির আলোকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে গত বুধবার সন্ধ্যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫তম জরুরী সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম ও ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক হলসমূহ বন্ধ থাকবে।

বুধবার রাত ৮টার মধ্যে ছাত্রদের হলত্যাগে বাধ্য করা হয়। ছাত্রীদের হলসমূহ গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে খালি করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা দুর্ভোগের শিকার হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন ফাঁকা হয়ে পড়েছে।